মেজবান

মেজবান শব্দটির সাথে বাংলাদেশের অনেক অঞ্চলের মানুষ তেমন পরিচিত নয় কিন্তু মেজবান চট্টগ্রামবাসিদের জন্য একটি অত্যন্ত ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান। মেজবান শব্দটি এসেছে পারস্য থেকে - যার অর্থ নিমন্ত্রনকারী। চট্টগ্রামে এই শব্দটি বড় ধরনের ভোজ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মেজবানের বড় উপলক্ষ্য ছিল চান্দ্রমাসের ১২ই রবিউল আউয়াল। নবীজীর জন্মদিন উপলক্ষ্য করে অনেকটা সামাজিক কারণেই এর প্রচলন বেড়েছে। বাংলাদেশে বিশেষতঃ হিন্দু ধর্মে বার মাসে তের পার্বন লেগেই থাকে। অনেকটা প্রতিযোগিতামুলক ভাবে বাংগালী মুসলমানদের মধ্যে সবে-বরাত, সবে-মেরাজ ইত্যাদির প্রচলন শুরু হয়। মেজবান চট্টগ্রাম অঞ্চলের একান্ত নিজস্ব আবিস্কার। জন্ম, ছেলের মুসলমানী, বিয়ে, মৃত্যু যে কোনো উপলক্ষ্যে মেজবান হতে পারে। মেজবানে কোন আনুষ্ঠানিক দাওয়াতের প্রয়োজন হয় না, এতে পরিচিত সবাই আমন্ত্রিত। মেজবান প্রধানত এক পদের আহার - প্রচুর গরুর মাংশ আর সাথে সাদা ভাত। অবস্থাপন্ন চট্টগ্রামবাসী এক একটি মেজবানে তিন থেকে চার হাজার লোকের খাবার আয়োজন করেন। গড়ে একটি গরু যার মাংশ ১২০ কেজি তা দিয়ে ছয়শো লোকের খাওয়ার পরিমান ধরা হয়। মেজবানী মাংশ রান্নার ঘ্রান বহুদুর পর্য্যন্ত যায়। মেজবানী মাংশ রান্নার জন্য প্রয়োজন যাদুকরী হাতের স্পর্শ। এর জন্য রয়েছে চট্টগ্রামের বিশেষ পাচক। এদের নিপুণ হাতের ছোঁয়ায় মেজবানীর মাংশ স্বাদে বর্ণে গন্ধে অতুলনীয় হয়ে উঠে।

গত ২২ শে নভেম্বের, ২০০৮, ক্যানবেরার ইসলামিক সেন্টার মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল চট্টগ্রামের মেজবান। ক্যানবেরায় বসবাসকারী বৃহত্তর চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রবাসীরা আয়োজন করেছিলেন এই মেজবানের। এই অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পরিবেশনার মাধ্যমে তারা তাদের আঞ্চলিক ভাষা, সংস্কৃতি, প্রাকৃতিক সৌন্দয্য আর বাংলাদেশের ইতিহাসে তাদের অবদানের কথা তুলে ধরেন।